ফতোয়া : ৫

হামাসের পার্লামেন্ট সদস্যদের পিছনে নামায পড়ার বিধান প্রসঙ্গ।

حكم الصلاة خلف نواب حماس البرلمانيين ؟

رقم السؤال:**293** | القسم : **العقيده**

تاريخ النشر : **2009/10/10** | المجيب: **اللجنة الشرعية في المنبر**

نص السؤال:

السلام عليكم.. إذا أمكن يا شيخ أن تفيدني عن حكم الصلاة خلف نواب حماس البرلمانيين ؟ فلقد رأيت بعض المشايخ عندما يري أن الأمام من هؤلاء النواب يترك الجماعة ويغادر المسجد إما لمسجد آخر أو يصلي في بيته ؟

السائل: أبو حمزة المقدسي

* * *

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لا فرق بين نواب حماس أو نواب فتح أو نواب الإخوان أو نواب أدعياء السلفية أو غيرهم في هذا الباب ، مادامت حقيقة النيابة واحدة وهي التشريع وفقا لدين الديمقراطية والتحاكم إلى القوانين الوضعية ، والقسم على احترامها والولاء لها قبل الشروع في الوظيفة التشريعية ؛ فالعضو نتيجة لهذا القسم يحترم جميع التشريعات الكفرية التي ستشرعها وتقرها الأكثرية حتى ولو لم يشارك في تشريعها أو يوافق عليها لأنه أقسم على ذلك وهذه حقيقة دين الديمقراطية (حاكمية الجماهير) ..

وما يفعله المشايخ الذين ذكرتهم في سؤالك من ترك الصلاة خلف هؤلاء النواب هو عين الصواب ؛لأنه لا يجوز أن يصلى خلف من تلطخ بهذه البدعة المكفرة حتى من لم يكفرهم بأعيانهم فلا يحل له أن يصلي خلفهم مادام يعرف حقيقة عملهم المذكور ودين الديمقراطية الذي يشاركون فيه ..

فالإمام أحمد كان يفتي بترك الصلاة خلف الجهمية مع أنه لم يكن يكفر أعيانهم ، وفي ظني أن بدعة الديموقراطين المشرعين لا تقل عن شناعة بدعة الجهمية إن لم ترد عليها ولا يستنكر كلامي هذا إلا من يستهين ببدعة الديمقراطية لجهله بها وجهله بما يمارسه نوابها ..

وعليه فلا يحل لك أن تصلي خلف نوابها سواء كانوا من حماس أو من فتح أو من غيرهم ، وإذا كنت تعرف أن المسجد يؤم فيه أحد هؤلاء النواب فلا تأته ابتداء ؛ وصل في مسجد آخر ، أما إن قُدم للصلاة فجأة كما يفعله بعض الناس حين يقدمون النواب إكراما لهم وتقديرا ولو فقهوا توحيدهم ودينهم لأقصوهم وأخروهم ولما قدموهم ، فإن تفاجأت بمثل هذا فلك أن تنسحب من المسجد ولو أن تصلي في بيتك وصلاتك في مسجد آخر هي الأولى حتى لا تترك صلاة الجماعة في المسجد .. وفقك الله لكل خير.

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي

হামাসের পার্লামেন্ট সদস্যদের পিছনে নামায পড়ার বিধান প্রসঙ্গ

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ..।

শায়খ! হামাসের পার্লামেন্ট সদস্যদের পিছনে নামায পড়ার বিধান জানতে চাচ্ছি। আমি কোন কোন শায়েখকে দেখেছি, তারা কোন মসজিদে এ ধরণের কোন পার্লামেন্ট সদস্যকে নামায পড়াতে দেখলে জামাত ছেড়ে দেন, অত:পর হয়তো অন্য কোন মসজিদে চলে যান অথবা ঘরে নামায পড়েন।

প্রশ্নকারী: আবূ হামযাহ আল মাকদিসী

উত্তর:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

এ মাসআলার ক্ষেত্রে হামাস, ফাতাহ, ইখওয়ানুল মুসলিমীন বা অন্য যেকোন দলের পার্লামেন্ট সদস্যদের বিধান একই রকম হবে, যতদিন পর্যন্ত পার্লামেন্টে জনপ্রতিনিধিত্ব করার অর্থ হবে- "গণতান্ত্রিক দ্বীন মোতাবেক বিধান প্রণয়ন করা, মানব রচিত বিধানাবলী দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা, পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা এবং গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করা"। সুতরাং এ শপথ গ্রহণের ফলে প্রত্যেক পার্লামেন্ট সদস্য মানব রচিত এই কুফরী আইনগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রমাণিত হয়, যার কার্যক্রম অচিরেই তারা শুরু করবে এবং তাদের অধিকাংশ সদস্য যেগুলোকে সমর্থন করবে। এমনকি যদি কোন অধিবেশনে সে উপস্থিত না থাকে বা কোন আইন প্রণয়নে অধিকাংশের সাথে সে একমত পোষণ নাও করে তবুও তার এই শ্রদ্ধাশীলতা বজায় থাকবে। কেননা শপথ বাক্যের মাধ্যমেই সে এর স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। আর এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের স্বরূপ।

সুতরাং ঐ সকল শায়েখগণের পার্লামেন্ট সদস্যদের পিছনে নামায না পড়ার যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন, তা সম্পূর্ণই সঠিক। কেননা এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া বৈধ হবে না, যে নিজেকে এই কুফরী মতবাদের সাথে যুক্ত রেখেছে। এমনকি এমন কেউও যদি হয়, যার ব্যাপারে শায়েখগণ সুনির্ধারিতভাবে কাফের হওয়ার ফতওয়া দেন না, তবে তার পিছনেও নামায পড়া বৈধ হবে না, যদি তাদের এসব কার্যাবলী সম্পর্কে জানা থাকে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকে (যার মধ্যে তারা আজ লিপ্ত)।

কেননা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. জাহমিয়্যা সম্প্রদায়ের পিছনে নামায না পড়ার ফতোয়া দিতেন, অথচ তিনি তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে কাফের ফাতওয়া দিতেন না। আমার ধারণামতে, আজকের এই আইন প্রণয়নকারী গণতান্ত্রিক মতবাদ, জাহমিয়্যা মতবাদের চেয়ে জঘন্য না হলেও তার চেয়ে কম হবে না। আমার এ বক্তব্যকে কেবল তারাই প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হালকা মনে করে। আর এটা হচ্ছে তাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ঐ সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল।

সুতরাং আপনার জন্য এদের পিছনে নামায পড়া বৈধ হবে না, চাই তারা হামাস, ফাতাহ্ বা অন্য যেকোন দলের হোক না কেন। যখন আপনি কোন মসজিদের ব্যাপারে জানবেন যে, সেখানের ইমাম এদের কেউ, তখন প্রথম থেকেই আপনি সেখানে যাবেন না, বরং অন্য কোন মসজিদে নামায পড়বেন। কিন্তু যদি কোথাও এ ধরণের কাউকে অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে বাড়িয়ে দেয়া হয়, যেমন অনেকে কোন পার্লামেন্ট সদস্যকে দেখলে সম্মান করে সামনে বাড়িয়ে দেয়, অথচ তারা যদি এদের তাওহীদ ও দ্বীনের অবস্থা সম্পর্কে জানতো তাহলে অবশ্যই এদেরকে পিছনে ঠেলে দিত, কখনোই সামনে দিত না, যদি আপনি অপ্রত্যাশিতভাবে এ ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েন, তাহলে আপনার জন্য সে মসজিদ থেকে চলে আসা এবং বাড়িতে নামায পড়া বৈধ হবে। তবে অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম হবে, যাতে মসজিদে জামাতের সহিত নামায ছুটে না যায়। আল্লাহ আপনাকে সকল ভাল কাজের তৌফিক দান করুন।

উত্তরদাতা: আবূ মুহাম্মদ আল মাকদিসী

অনুবাদ: মাওলানা আমীন।